গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ
সমন্বয়-১ অধিশাখা
www.powerdivision.gov.bd

বিষয় : বিদ্যুৎ বিভাগ সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভা আগস্ট ২০২২ এর কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ হাবিবুর রহমান সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
তারিখ	:	২১ আগস্ট ২০২২
সময়	:	সকাল ১০:৪৫-১১:৪৫
স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ-১২১, ভবন-৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)
সভার উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। অতঃপর বিদ্যুৎ বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি বলেন যে, বিভাগীয় কমিশনারগণ মাঠ প্রশাসনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাঁদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটের প্রেক্ষাপটে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বিভাগীয় কমিশনারদের ভূমিকা অধিকতর গুরুত্ববহ। সভাপতি এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভায় উপস্থাপিত আলোচ্যসূচি, আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ :

ক্র.	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১	বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও লোডশেডিং	দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ অপরিহার্য। এ প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনায় রেখে জ্বালানি বহুমুখীকরণের জন্য গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লা, এলএনজি, তরল জ্বালানি ডুয়েল ফুয়েল, পরমাণু বিদ্যুৎ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণসহ বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। গৃহীত কার্যক্রমের ফলে বর্তমানে বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ২৫ হাজার ৭০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। বিগত এক যুগে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করার মাধ্যমে বর্তমানে সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ১৩ হাজার ৮৮৯ সার্কিট কিলোমিটার এবং বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৬ লক্ষ ২৮ হাজার ৫৬২ কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের শতভাগ জনগণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা সম্ভবপর হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সারা বিশ্বের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব উত্তরণে বিশ্ব যখন সচেষ্ট রয়েছে, তখন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সারা বিশ্বে জ্বালানি সংকট দেখা দেয়। বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটের কারণে উন্নত বিশ্বের অনেক দেশেও লোডশেড করতে হচ্ছে। বাংলাদেশে সরকার জ্বালানি সংকটের কারণে বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহার এবং পরিকল্পিত লোডশেড করার মাধ্যমে সংকট উত্তরণে সচেষ্ট রয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে এলাকাভিত্তিক লোডশেডিং এর মাধ্যমে প্রতিদিন ১০০০ মেগাওয়াট থেকে ১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সিডিউল অনুযায়ী লোডশেড করা হচ্ছে। পরিকল্পিত এ লোডশেড	(১) বিদ্যমান লোডশেডিং ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রম বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারগণ বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অবহিত করবেন। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। **বাস্তবায়নে : বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।** (২) বিদ্যুৎ সাশ্রয়কল্পে প্রি-পেইড/স্মার্ট প্রি-পেইড মিটারিং ব্যবস্থা জোরদারে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। **বাস্তবায়নে : বিপিডিবি, বিআরইবি, ডেসকো, ডিপিডিসি, নেসকো, ওজোপাডিকো।** (৩) ভবিষ্যতে সাব-স্টেশন নির্মাণের ক্ষেত্রে উঁচু স্থান নির্বাচনে অধিকতর দৃষ্টি প্রদান করতে হবে। **বাস্তবায়নে : পিজিসিবি, বিপিডিবি, বিআরইবি, ডেসকো, নেসকো, ডিপিডিসি, ওজোপাডিকো।** (৪) বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও সেগুলোর ধারণা জনগণের মধ্যে বিস্তারে বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল (বিইপিআরসি) বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে। **বাস্তবায়নে : বিইপিআরসি।** (৫) রংপুর অঞ্চলে কোল্ড স্টোরেজে যাতে আলু পঁচে না যায় সেজন্য লোডশেডিং সিডিউল পুনঃবিন্যাস করতে হবে। প্রয়োজনে সোলার প্যানেল সরবরাহ করা যেতে পারে। **বাস্তবায়নে : বিআরইবি, নেসকো।**

ক্র.	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		সিডিউল বিভিন্ন মাধ্যমে গ্রাহকদের নিয়মিতভাবে পূর্বেই অবহিত করা হচ্ছে। বর্তমানে একদিকে এলাকাভিত্তিক পরিকল্পিত লোডশেডিংসহ হলিডে স্ট্যাগারিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা হচ্ছে। অপরদিকে সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত করার নিমিত্তে রাত ৮ টার মধ্যে সকল শপিংমল, দোকানপাট ইত্যাদি বন্ধ করা, এসির তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের উপরে রাখা, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা এবং আলোকসজ্জা পরিহারে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে রাত ৮:০০ টার পর দোকানপাট বন্ধ রাখা, রুটিন অনুযায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাপ্তাহিক ছুটি মেনে চলা সর্বোপরি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রমে বিভাগীয় কমিশনারসহ মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দের সহযোগিতা প্রয়োজন। সভায় অবহিত করা হয় যে, পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়লাভিত্তিক নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ গ্রিডে যুক্ত হলে এবং সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হলে অচিরেই সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব হবে। আলোচনায় অংশ নিয়ে বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা বলেন যে, বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল (বিইপিআরসি) কর্তৃক বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করা হলে এবং এর ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে বিদ্যুতের সাশ্রয় সম্ভব হবে। এছাড়া, অন্যান্য দেশের ন্যায় এ দেশের মানুষের সংস্কৃতি পরিবর্তনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা সম্ভব মর্মে তিনি মত প্রকাশ করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ তার বিভাগের লোডশেডিং এর চিত্র সভাকে অবহিত করেন। লোডশেডিং এর বিষয়ে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-এর মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি প্রয়োজন মর্মে তিনি মত ব্যক্ত করেন। তিনি সভাকে জানান যে, সম্প্রতি বিদ্যুৎ চাহিদা ও উৎপাদনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কিভাবে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা যায় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে সভা করা হয়েছে। তবে তিনি জানান যে, লোডশেডিং এর বিষয়ে পূর্বাহ্নে তথ্য পাওয়া গেলে সাধারণ মানুষের কষ্ট অনেকাংশে কম হবে। রংপুর বিভাগীয় কমিশনার এ বিষয়ে একই অভিমত ব্যক্ত করেন এবং তিনি উল্লেখ করেন, ৩ ঘন্টার বেশি বিদ্যুতের লোডশেডিং থাকার কারণে রংপুর অঞ্চলে অবস্থিত কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষিত আলু পঁচে যাচ্ছে। এ অবস্থা হতে উত্তোরণ প্রয়োজন এবং তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল বলেন যে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের পত্র দেওয়া হয়েছে। একইসাথে তিনি মনপুরা দ্বীপে বিদ্যুৎ জরুরি মর্মে সভাকে অবহিত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে চরাঞ্চলে সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে আমুল পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি ভূমি অধিগ্রহণসহ অন্যান্য কার্যক্রমে দ্রুত ব্যবস্থা নিবেন মর্মেও সভাকে অবহিত করেন। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বলেন যে, বিদ্যুতের সাশ্রয়ে প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেম চালু করা প্রয়োজন। পাশাপাশি বিদ্যুতের সাশ্রয়ে ব্যাটারি চালিত গাড়ি চার্জকরণের ক্ষেত্রে একটি নীতিমালা ও নির্দিষ্ট স্থান প্রয়োজন। বিদ্যুতের সাশ্রয়কল্পে এসি ব্যবহারে একটি পদ্ধতি থাকা প্রয়োজন মর্মে তিনি সভায় মত ব্যক্ত করেন। সভাপতি ইজিবাইকসমূহ নিবন্ধনের ওপর জোর দেন।	(৬) বৈদ্যুতিক যান চার্জিং নির্দেশিকাটি আরও প্রচার করা প্রয়োজন যাতে করে ব্যাটারি চালিত গাড়ি এক স্থানে চার্জ করার পথ সূচিত হয়। বাস্তবায়নে : নবায়নযোগ্য জ্বালানি অনুবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং স্রেডা। (৭) অন্যান্য চরাঞ্চলের ন্যায় মনপুরা দ্বীপে বিদ্যুৎ সংযোগের জরুরি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নে : বিপিডিবি, ওজোপাডিকো।

ক্র.	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		নেসকো'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, নেসকো'র অধীনে এখন ৫ লক্ষ গ্রাহক প্রি-পেইড মিটারের আওতায় রয়েছে। আরও ১২ লক্ষ গ্রাহককে এর আওতায় আনা হবে। ২০২৩ সালের মধ্যে সকল মিটারকে প্রি-পেইড মিটারে রূপান্তর করা সম্ভব হবে। এ প্রসঙ্গে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডেসকো বলেন যে, আগামী ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে ডেসকো এলাকা স্মার্ট প্রি-পেইড মিটারের আওতায় আসবে। এ বছরই টেন্ডার হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বলেন যে, বিগত বন্যায় কুমারগাঁও ও বড়ইকান্দি সাব-স্টেশন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সকলের প্রচেষ্টায় সে সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন যে, ভবিষ্যতে সাব-স্টেশনসমূহ উঁচু জায়গায় করা প্রয়োজন। তিনি সিলেট অঞ্চলে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন। বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বলেন যে, শীঘ্রই বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হবে যা আশাব্যঞ্জক। তিনি মাঠ পর্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহায়তা করছেন মর্মে সভাকে অবহিত করেন।	
২	ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ	সভায় বিভাগীয় কমিশনারগণকে অবহিত করা হয় যে, বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনা (PSMP) অনুযায়ী সরকারের লক্ষ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুতের উৎপাদন ৪০ হাজার এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা। এ লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য অনেক ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হয়ে থাকে যা জেলা প্রশাসকগণের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। জেলা প্রশাসকগণ এক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করছেন যা প্রশংসনীয়। চলমান ও ভবিষ্যতে গৃহীতব্য বিদ্যুৎ খাত সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে এ সহযোগিতা জোরদার করা প্রয়োজন। আলোচনায় অংশ নিয়ে বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল সভাকে অবহিত করেন যে, বিদ্যুতের বিভিন্ন প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের মাধ্যমে জোরদার করা হবে। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বলেন যে, আগামী অক্টোবর ২০২২ মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল (কর্ণফুলী টানেল) চালু করা হবে। কিন্তু টানেলটি পার হলেই উভয় পাশে বিপিডিবি ও বিআরইবি'র শতাধিক পোল রয়েছে। এ সকল পোল দ্রুত অপসারণের বিষয়ে তিনি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান, বিআরইবি বলেন যে, প্রশাসন জায়গা ঠিক করে দিলে ১ সপ্তাহের মধ্যে পোল অপসারণ করা হবে। সভাপতি পোলসমূহ অপসারণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	(১) বিদ্যুৎ বিভাগের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম জোরদার করার ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনারগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। **বাস্তবায়নে : বিভাগীয় কমিশনার (সকল)** (২) সংশ্লিষ্ট সংস্থা/কোম্পানি এবং প্রকল্প পরিচালকগণ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মাঠ প্রশাসনের সাথে কেইস-টু-কেইস ভিত্তিতে সক্রিয় যোগাযোগ করবেন। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট সংস্থা/কোম্পানি/প্রকল্প পরিচালক।** (৩) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের (কর্ণফুলী টানেল) উভয় পাশে অবস্থিত বিপিডিবি ও বিআরইবি'র পোলসমূহ অপসারণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলে দ্রুত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। **বাস্তবায়নে : বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম এবং বিপিডিবি/বিআরইবি।**
৩	লাইসেন্সি কর্তৃক বৈদ্যুতিক টাওয়ার নির্মাণকালে ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মালিককে ক্ষতিপূরণ প্রদানে সহায়তা প্রদান	সভায় অবহিত করা হয় যে, বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর ১২ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই আইনের অধীন কোন পূর্তকর্ম সম্পাদনকালে লাইসেন্সি কোন ক্ষতি, অনিষ্ট বা অসুবিধার সৃষ্টি করলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে অথবা বৈদ্যুতিক টাওয়ার নির্মাণের নিমিত্ত ব্যবহৃত জমির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ভূমির মালিককে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। আইনের এই ১২ ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিদ্যমান বিদ্যুৎ বিধিমালা ২০২০ সংশোধন করা হয়েছে যা ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। সংশোধিত বিধিমালা অনুযায়ী লাইসেন্সি কর্তৃক বৈদ্যুতিক টাওয়ার নির্মাণকালে ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে	(১) বিভাগীয় কমিশনারগণ বিষয়টি তদারকি করবেন এবং জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। **বাস্তবায়নে : বিভাগীয় কমিশনার (সকল)** (২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিজিসিবি বিষয়টি বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। **বাস্তবায়নে : পিজিসিবি**

ক্র.	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		সংশ্লিষ্ট মালিককে প্রচলিত বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। এ ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণের জন্য ধার্যকৃত *রোয়েদাদ অনুযায়ী প্রাপ্য অর্থ* সংশ্লিষ্ট জমির মালিককে প্রদান করবেন।	
৪	নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল প্রদানে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান	বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন ৬ (ছয়)টি (বাবিউবো, বাপবিবো, ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো ও নেসকো) বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। উক্ত সংস্থা/কোম্পানিসমূহ বিভিন্ন সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান/কর্পোরেশনসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের বিপরীতে প্রতিমাসে নিয়মিত বিল প্রদান করে থাকে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আংশিক বা অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ করে থাকে। ফলে বকেয়ার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিভিন্ন সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান/ কর্পোরেশনসমূহের নিকট জুন ২০২২ পর্যন্ত বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের ৮ (আট)টি বিভাগে মোট ১৬৭৩.২৪ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগের অধীনে ৯১৪.০০৭৩ কোটি টাকা, চট্টগ্রাম বিভাগের অধীনে ১৫৭.৭৫৩৩ কোটি টাকা, রাজশাহী বিভাগের অধীনে ১২৯.৪৮ কোটি টাকা, খুলনা বিভাগের অধীনে ১০৮.৩২৫৮ কোটি টাকা, বরিশাল বিভাগের অধীনে ৮৮.৫৪৪৩ কোটি টাকা, সিলেট বিভাগের অধীনে ৩২.৫৭৪৫ কোটি টাকা, ময়মনসিংহ বিভাগের অধীনে ৬৯.১৮৪১ কোটি টাকা এবং রংপুর বিভাগের অধীনে ১৭৩.২৮ কোটি টাকা। উক্ত বকেয়া বিলের মধ্যে বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনের নিকট জুন ২০২২ পর্যন্ত ৪৩১.৬৪৩৭ কোটি টাকা ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহের নিকট এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ৬.০৭০৪ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। আলোচনায় অংশ নিয়ে ডেসকো'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, ঢাকাস্থ বিহারী ক্যাম্পে বিদ্যুৎ বিল বাবদ ১৫২ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। ওজোপাডিকো'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন-এর নিকট বিদ্যুৎ বিল বাবদ ৭৬ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। নেসকো'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন-এর নিকট বিদ্যুৎ বিল বাবদ ৪১ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের নিকট বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রয়েছে মর্মে বিপিডিবি'র চেয়ারম্যান এবং নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিকট বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রয়েছে মর্মে বিআরইবি'র চেয়ারম্যান সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি বলেন যে, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ে বিদ্যুৎ বিল যথাসময়ে পরিশোধ করা হলে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের কার্যক্রম গতিশীল করা সম্ভব।	নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল প্রদানে উৎসাহিতকরণে ও বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ে বিভাগীয় কমিশনারগণ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন। সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও কোম্পানি প্রধান/উপযুক্ত কর্মকর্তা এ বিষয়ে সরাসরি বিভাগীয় কমিশনারগণের সাথে যোগাযোগ করবেন। **বাস্তবায়নে : বিভাগীয় কমিশনার (সকল) এবং বিপিডিবি/বিআরইবি/ডেসকো/ডিপিডিসি/ নেসকো/ওজোপাডিকো।**
৫	বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান	বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ কর্তৃক বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকলে নিয়মানুযায়ী সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার কার্যক্রম গৃহীত হয়। এছাড়া অবৈধ সংযোগকারীদের বিরুদ্ধেও অভিযান পরিচালিত হয়। বকেয়া ও অবৈধ সংযোগের কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকালে কখনো কখনো অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশাসনের সহায়তা ব্যতীত অভিযান পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সহায়তা প্রয়োজন হয়। সভাপতি বলেন যে, এ ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনারগণ জেলা প্রশাসকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বলেন যে, অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন যা বিদ্যুতের অপচয় রোধে ভূমিকা রাখবে।	অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ও বকেয়ার কারণে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। **বাস্তবায়নে : বিভাগীয় কমিশনার (সকল) এবং বিপিডিবি/বিআরইবি/ডিপিডিসি/ডেসকো/ নেসকো/ওজোপাডিকো।**

ক্র.	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
৬	বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন কেপিআইসমূহের নিরাপত্তা বিধানে সহায়তা	কেপিআই বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় কেপিআইভুক্ত স্থাপনা রয়েছে ২১০টি। এসকল কেপিআই'র নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও কোম্পানির মাধ্যমে নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা হয়। কেপিআই স্থাপনাসমূহে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে এ বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে প্রতিমাসে একবার করে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণকে নিয়ে নিয়মিত সভা করা হয়। সভাপতি অভিমত প্রকাশ করেন যে, কেপিআই নিরাপত্তা বিষয়ক সাধারণ বিষয়াবলী নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারেন।	বিদ্যুৎ বিভাগের কেপিআইসমূহে নিরাপত্তা বিষয়ক সাধারণ বিষয়াবলী প্রতিপালনে বিভাগীয় কমিশনারগণ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন। এ ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। **বাস্তবায়নে : বিভাগীয় কমিশনার (সকল) এবং প্রশাসন অনুবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ।**
৭	বিবিধ	বিবিধ আলোচনায় বিভাগীয় কমিশনার চট্টগ্রাম বলেন যে, মাতারবাড়ি ২x৬০০ মে.ও. আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড থারমাল পাওয়ার প্রজেক্ট (২য় ফেইজ)-এ জাইকা অর্থায়ন করবে না। এ জন্য বিকল্প উৎস খোঁজা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে, প্রয়োজনে এটিকে এলএনজি ভিত্তিক করা যেতে পারে। আলোচনায় এ পর্যায়ে বিদ্যুৎ খাতে ক্যাপাসিটি চার্জ প্রদানের বিষয়টি উপস্থাপিত হলে চেয়ারম্যান, বিপিডিবি ক্যাপাসিটি চার্জ সংক্রান্ত বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি এ বিষয়টি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের অবহিত করার অনুরোধ জানান।	(১) মাতারবাড়ি ২x৬০০ মে.ও. আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড থারমাল পাওয়ার প্রজেক্ট (২য় ফেইজ) বাস্তবায়নের জন্য বিকল্প উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/অর্থায়নকারী উৎস খুঁজতে হবে। প্রয়োজনে বিকল্প পথ বের করতে হবে। **বাস্তবায়নে : অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), বিদ্যুৎ বিভাগ/সিপিজিসিবিএল** (২) ক্যাপাসিটি চার্জ প্রদানের বিষয়টি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের অবহিত করতে হবে। বাস্তবায়নে : বিভাগীয় কমিশনার (সকল) ও বিপিডিবি।

০২। অতঃপর সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৪/৮/২০২২

(মোঃ হাবিবুর রহমান)
সচিব

মোঃ হাবিবুর রহমান
সচিব
বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বরিশাল
(সাধারণ শাখা)
www.barisaldiv.gov.bd

নম্বর: ০৫.১০.০০০০.০০৩.২৪.০০৩.২২.৮৬২(৫১)

তারিখ: ৩০ ভাদ্র ১৪২৯ / ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১৪/৯/২২

(মোঃ মাহাবুব উল্লাহ মজুমদার)
সিনিয়র সহকারী কমিশনার
ফোন: ০২৪৭৮৮৬৪৩৮৫

অনুলিপি:

০১. পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।
০২. উপ-মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি, বরিশাল রেঞ্জ, বরিশাল।
০৩. পরিচালক, স্থানীয় সরকার, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।
০৪. পরিচালক (স্বাস্থ্য), বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।
০৫. পরিচালক, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল।
০৬. প্রধান প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল।
০৭. অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল।
০৮. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, বরিশাল।
০৯. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ বরিশাল জোন, বরিশাল।
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, বরিশাল।
১১. জেলা প্রশাসক, বরিশাল/পটুয়াখালী/ভোলা/পিরোজপুর/বরগুনা/ঝালকাঠি।
১২. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, বরিশাল/পটুয়াখালী/ভোলা/পিরোজপুর/বরগুনা/ঝালকাঠি।
১৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।
১৪. বন সংরক্ষক, কোস্টাল সার্কেল, বরিশাল।
১৫. কর কমিশনার, কর অঞ্চল, বরিশাল।
১৬. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।
১৭. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো লিঃ), বরিশাল।
১৮. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বরিশাল জোন, বরিশাল।
১৯. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।
২০. পরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, বরিশাল।
২১. পরিচালক, প্রাণিসম্পদ দপ্তর, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।
২২. পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।
২৩. পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, বরিশাল।
২৪. মহা-ব্যবস্থাপক-২, বরিশাল টেলিযোগাযোগ অঞ্চল, বিটিসিএল, চাঁদমারী, বরিশাল।
২৫. আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক), বরিশাল।

২৬. আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।

২৭. আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল।

২৮. উপপরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, বরিশাল।

২৯. উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।

৩০. উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল।

৩১. উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।

৩২. উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বরিশাল।

৩৩. উপপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই), বরিশাল।

৩৪. উপপরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিস, বরিশাল।

৩৫. উপপরিচালক, কৃষি বিপনন অধিদপ্তর, বরিশাল।

৩৬. উপপরিচালক, বিভাগীয় গণগ্রন্থাগার, বরিশাল।

৩৭. যুগ্ম-পরিচালক, বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়, বরিশাল।

৩৮. যুগ্মনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, বরিশাল।

৩৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ, বরিশাল।

৪০. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি), বরিশাল।

৪১. সহকারী পরিচালক, জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস, বরিশাল।

১৪/০৭/২২

(মোঃ মাহাবুব উল্লাহ মজুমদার)
সিনিয় সহকারী কমিশনার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপপরিচালকের কার্যালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল

তারিখ: ১৫/০৯/২০২২ খ্রি.

স্মারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০. ৯৯.২২. ৬৯২

অনুলিপি প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে) :

১। জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) বরিশাল অঞ্চল , বরিশাল (সংযুক্ত পত্রের মর্মানুয়ায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)।

২। প্রধান শিক্ষক/ শিক্ষিকা, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সকল) বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল (সংযুক্ত পত্রের মর্মানুয়ায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)।

৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল) বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল (সংযুক্ত পত্রের মর্মানুয়ায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি :

১। সচিব, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা ।
৩। প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সকল) বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল ।
৪। সংরক্ষণ নথি ঃ

(মোঃ আনোয়ারি হোসেন)
উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
বরিশাল অঞ্চল, বরিশাল

১৫/৯/২২